অষ্টম অধ্যায়
শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে মাইনিং এবং কোয়ারিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ চারটি খাত সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ খাতগুলোর মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান শতকরা ১৬.৫৮ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যা গত বছরের চেয়ে ০.৪২ ভাগ বেশি। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৮.৪৩ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে শতকরা ১.৩৩ ভাগ বেশি। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের এ প্রবৃদ্ধির প্রবণতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারাকে বেগবান করছে। এ প্রবৃদ্ধি অর্জনের চালিকা শক্তি হচ্ছে তৈরি পোষাক ও নীটওয়্যার শিল্প। নিম্নের সারণি ৮.১ এ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে ঃ

সারণি ৮.১ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার
(১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

শিল্প	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (সাময়িক)
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৮১৮৪.৯ (০.৭৫)	৮৬৫৯.৩ (৫.৮)	৯২৬৭.৪ (৬.৬)	১০৬৯৯.৬ (৭.২)	১০৭৮০.০ (৮.০)	১১৪৯৬.০ (৭.৪৫)	১২৪০৫.৯ (৭.৯১)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২০৮০৩.৩ (৪.২)	২১৭০৮.৬ (৪.৪)	২৩১৩০.২ (৭.০)	২৪১৯৪.১ (৪.৬)	২৫৭৮০.৮ (৬.৬)	২৭৫৭২.৩ (৬.৯৫)	২৯৯৫৬.৮ (৮.৬৫)
মোট	২৮৯৮৮.২ (৩.২)	৩০৩৬৭.৯ (৪.৮)	৩২৩৯৭.৬ (৬.৭)	৩৪১৭৪.২ (৫.৫)	৩৬৪৮০.৮ (৬.৮)	৩৯০৬৮.৮ (৭.১)	৪২৩৬২.৭ (৮.৪৩)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প কারখানাকে লাভজনকভাবে পরিচালনাকেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। এছাড়া সরকার ইতোমধ্যেই ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বহু গঠনমূলক এবং যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করে বাণিজ্য উদারিকরণ করেছে যাতে বেসরকারি উদ্যোক্তারা আশাঙ্কামুক্ত ও লাভজনকভাবে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

দেশে ইতোমধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বেশ কিছু শিল্প কারখানা বেসরকারি মালিকানায় বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়েছে। এখাতে অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শিল্পপার্ক স্থাপন ও বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে যাতে এ সমস্ত শিল্পাঞ্চলে বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত জমির সদ্ব্যবহারসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পায়ন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন ধারা সৃষ্টি করা যায়।

বর্তমান সরকার দেশের সুষ্ঠু শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (এসএমই) অগ্রাধিকার খাত এবং শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা শিল্পনীতিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। দেশব্যাপী ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও কৌশলগত সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার একটি পৃথক এসএমই নীতিমালা প্রণয়নের

উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে এসএমই সংক্রান্ত নীতিমালায় সন্নিবেশিত যাবতীয় দিক নির্দেশনা ও কৌশল এসএমই প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হবে।

বিগত দশকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে বিশেষ করে শিল্পায়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ, সাফল্য ও অবদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সে কারণে বর্তমান শিল্পনীতিতে অধিকহারে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নে মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের অংশ গ্রহণের বিষয়টিকে যথেষ্ট প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে হিমায়িত, পাস্তুরিত, কৌটাজাত (Canned) কিংবা শুষ্ক খাদ্য (Dry food) হিসেবে শিল্পজাত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে; যাতে দেশে এসমস্ত শিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে আধুনিক ও মানসম্পন্ন সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন করে সারা বছরই বাজারে সরবরাহ কিংবা রপ্তানি সম্ভব হয় সে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তির (আইসিটি) এ যুগে শিল্প কারখানা দক্ষ ও লাভজনকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহার করে পণ্যের কষ্ট ইফেকটিভনেসসহ গুণগত মান উন্নয়ন এবং নির্ভুলভাবে অতি দ্রুত কাষ্টমার সার্ভিস এর নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব । সে কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে আইসিটি ব্যবহারকে অধিক মাত্রায় গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা বর্তমান শিল্পনীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

আগামী এক দশকের মধ্যে বাংলাদেশে যে শিল্পখাত গড়ে উঠবে তাতে আশা করা যায় মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপি-তে) শিল্প খাতের অবদান ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশে এবং মোট কর্মরত জনশক্তির হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হবে। শিল্প খাতে প্রাক্কলিত এ প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বর্তমান শিল্পনীতিতে কৃষিভিত্তিক ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা জোরদার করা, রপ্তানিমুখী পোষাক শিল্পের সম্ভাব্য প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, এসএমই ও কুটির শিল্প খাতকে শিল্পায়নের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ, মহিলা শিল্পোদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে প্রাধিকারের ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন প্রতিষ্ঠা, উৎপাদিত শিল্প পণ্যের গুণগত মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানে উন্নীত করে সহনশীল মূল্যে বাজারজাতকরণ, পরিবেশ-বান্ধব পণ্য উৎপাদন এবং শিল্পক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

নতুন শিল্পনীতিতে যে ধরণের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তাতে দেশে পরিকল্পিতভাবে শিল্পায়নের বিস্তৃতি ঘটবে এবং শিল্পখাতে অব্যাহত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন (Sustainable industrial growth) সম্ভব হবে। ফলে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী ও সম্ভাবনাময় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে যা দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নসহ দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর শিল্প প্রবৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণের জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে শিল্প খাতের অন্তর্ভুক্ত চামড়াজাত দ্রব্য, কৃষিজাত শিল্প পণ্য, বাই-সাইকেল ও লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে নগদ সহায়তা দেয়ার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। শিল্প প্রবৃদ্ধি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে থ্রাষ্ট সেক্টরভুক্ত সকল শিল্প যেমন- বস্ত্র শিল্প (তৈরি পোশাকসহ), কৃষি নির্ভর শিল্প, কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ও তথ্য প্রযুক্তি/ডাটা রপ্তানি, কৃত্রিম ফুল উৎপাদন, হিমায়িত খাদ্য (হিমায়িত মুরগি ও মাংসসহ), উপহার সামগ্রী, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী ফিনিশ্ড লেদার গুড্স ও পাটজাত পণ্য, জুয়েলারি এবং ডায়মন্ড কাটিং ও পলিশিং, তৈল ও গ্যাস, গুটি পোকার চাষ ও রেশম শিল্প, ষ্টাফড টয়েজের জন্য মেয়াদি প্রকল্প ঋণের সুদের হার রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ১০-১২.৫০ শতাংশের স্থলে ৯ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত শিল্প ইত্যাদি পণ্যের রপ্তানির জন্য প্রাক-জাহাজিকরণ ও প্যাকেজিং ক্রেডিটের সুদের হার ৮-১০ শতাংশের স্থলে ৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া সাধারণভাবে ব্যাংক ঋণের সুদের হার হ্রাসের লক্ষ্যে ব্যাংক রেট ৭ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উপাদান পরিমাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছরের ভিত্তিতে (১৯৮৮-৮৯=১০০) মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরের ১৯৫.৯৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২৬৫.৭৮-এ দাঁড়ায়। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০০২-০৩ অর্থবছরে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৪.২৬ শতাংশ বেশি। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে এ সূচকের গড় দাঁড়ায় ২৫৬.৪৮। নিম্নের সারণি ৮.২-এ ১৯৯৭-৯৮ থেকে চলতি অর্থবছরের (২০০৪-০৫) নভেম্বর পর্যন্ত এবং পরিশিষ্ট সারণি ২৬-এ পূর্ববর্তী বছরসমূহের উৎপাদন সূচক ও পরিশিষ্ট সারণি ২৭-এ বিগত সাত বছরের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্যের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ঃ

সারণি ৮.২ঃ ১৯৯৭/৯৮-২০০৪/০৫ (১৯৮৮-৮৯=১০০) মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক
(Quantum Index of Production)

শিল্পের উৎপাদন সূচক মাঝারী থেকে বৃহৎ	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (জুলাই - নভেম্বর)
	১৯৫.৯৪	২০৪.১৭	২১৪.৩	২২৮.৪৩	২৩৮.৭৫	২৫৪.৪৫	২৬৫.৭৮	২৫৬.৪৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises)

দেশীয় মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত পণ্য তৈরির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। পল্লী অর্থনীতির খামার-বহির্ভূত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন বহুলাংশে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সঞ্চয় ভিত্তিক হলেও বর্তমানে ব্যাংক ও ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে। এসএমই কর্তৃক কর্মসংস্থান সৃষ্টির বৃহৎ সম্ভাবনা নীতি নির্ধারক এবং পর্যবেক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণের নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ঋণ বিতরণের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ী কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ" (SME) খাতে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে তফসিল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০ কোটি টাকার একটি স্কীম গত অর্থবছরে গ্রহণ করেছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে Enterprises Growth and Bank Modernisation Programme(EGBMP)- এ বিশ্ব ব্যাংক আরো ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগান দিয়েছে। উপরন্ত এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক এ খাতে আরো ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের জন্য সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তি চূড়ান্ত করেছে। এ বিপুল অর্থ EGBMP-র অর্থায়ন কর্মসূচিকে আরো জোরদার করবে। এর ফলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে অপরদিকে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সহায়তার জন্য উক্ত কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১২৩৭.২৪ মিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিতরণ করেছে। তন্মধ্যে বিশ্বব্যাংকের অবদান ২৩৭.২৬ মিলিয়ন টাকা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অবদান ৯৯৯.৯৮ মিলিয়ন টাকা।

SME খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এপ্রিল-২০০৫ পর্যন্ত পুনঃঅর্থায়নের বিবরণ সারণি ৮.৩ এ বিস্তারিত দেখানো হ'লঃ

সারণি ঃ ৮.৩ঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্যাবলী।

নং	ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম	পরিমাণ (মিলিয়ন টাকা)				উপকারভোগী ম্যানুফ্যাকচারিং এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা	বিশ্ব ব্যাংকের অংশ
	ব্যাংকসমূহ	চলতি মূলধন	মধ্যমেয়াদী ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	মোট		
১.	ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লিঃ	১৫.৬৪	৭৭.৫০	-	৯৩.১৪	২২৮	-
২.	যমুনা ব্যাংক লিঃ	-	৪.০০	-	৪.০০	১	-
৩.	ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ	৪	-	-	৪.০০	১	-
৪.	ওয়ান ব্যাংক লিঃ	৫.৮	২৪.৪৯	-	৩০.২৯	৬৯	-
৫.	দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ	৫৭.৯৩১	১৬.৫৫	৬.৬৩	৮১.১০৬	৮৪	-
৬.	ব্রাক ব্যাংক লিঃ	৩৮.০৫	৫০২.০০	-	৫৪০.০৫	১৩৫১	২১৯.৭৫
৭.	সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ	২৭.৯০	১.৫০	-	২৯.৪০	৩২	
	উপ-মোট	**১৪৯.৩২১**	**৬২৬.০৪**	**৬.৬৩**	**৭৮১.৯৮৬**	**১৭৬৬**	**২১৯.৭৫**
	নন-ব্যাংক ফাইনানসিয়াল ইনষ্টিটিউটসমূহ						
১.	উত্তরা ফিন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	৭.৭৬	৪৫.১০	৫৫.৫৪	১০৮.৪০১	৫৯	-
২.	প্রাইম ফিন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ	১৪.০০	১৪.০০	৫.৯৫	৩৩.৯৪৬	১৭	-
৩.	মাইডাস ফিন্যান্সিং লিঃ	০.৫০	১০৬.২৬	৩৯.৫৯	১৪৬.৩৪৫	২৪৫	-
৪.	ফাইডালিটি এ্যাসেটস্ এন্ড সিকিউরিটিজ কোং লিঃ		০.৬০	-	০.৬০	১	০.৬০
৫.	আইডিএলসি অব বাংলাদেশ		১৭.৮৫	১৩.৪৮	৩১.৩৩	২০	১৬.৯১
৬.	ফনিক্স লিজিং কোং লিঃ	১.২০	১৫.৯১	৩৭.০৭	৫৪.১৮৩	২৪	
৭.	উত্তরা লিজিং কোং লিঃ		২৯.৮৭	৪৯.৭৮	৭৯.৬৫	৫৮	-
৮.	ভ্যানিক বাংলাদেশ লিঃ	০.৩০	০.৫০	-	০.৮০	২	-
	উপ-মোট	**২৩.৭৬**	**২৩০.০৯**	**২০১.৪১**	**৪৫৫.২৫৭**	**৪২৬**	**১৭.৫১**
	মোট	**১৭৩.০৮১**	**৮৫৬.১৩**	**২০৮.০৪**	**১২৩৭.২৪**	**২১৯২**	**২৩৭.২৬**

সূত্রঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

নোটঃ মোট পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ - ১২৩৭.২৪ মিলিয়ন টাকা।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের অংশ - ৯৯৯.৯৮ মিলিয়ন টাকা।
- বিশ্ব ব্যাংকের অংশ - ২৩৭.২৬ মিলিয়ন টাকা।

উপরের সারণি থেকে দেখা যায় যে, এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত SME খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক মোট ১২৩৭.২৪ মিলিয়ন টাকা পুনঃঅর্থায়ন হিসেবে ৭টি ব্যাংক ও ৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাঝে বিতরণ করেছে। উক্ত ব্যাংক এবং প্রতিষ্ঠাসমূহ ইতঃপূর্বে সমপরিমাণ টাকা মোট ২১৯২টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের নিকট ঋণ সহায়তা হিসেবে বিতরণ করেছে। তন্মধ্যে চলতি মূলধন হিসেবে ১৭৩.০৮ মিলিয়ন টাকা, মধ্যমেয়াদি ঋণ হিসেবে ৮৫৬.১৩ মিলিয়ন টাকা এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ হিসেবে ২০৮.০৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশে ক্ষুদ্র, কুটির ও গ্রামীণ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিসিক প্রদত্ত তথ্যমতে গত সাত বছরে বিসিক-এর আওতাধীন শিল্প উদ্যোক্তার সংখ্যা ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের ৩৪,২১৯ হতে ২০০২-০৩ অর্থবছরে ৬৪,৭০৪ তে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে শিল্প উদ্যোক্তার লক্ষ্যমাত্রা ৪৪,৫২২ নির্ধারিত হলেও অর্জিত হয়েছে ৫৬,৪৮৮। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত শিল্প উদ্যোক্তা সংখ্যা ১৮,৩৫৫টি। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে নিবন্ধীকৃত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের লক্ষ্যমাত্রা ৩,৯৯৪টির বিপরীতে ৬,৫৩৯টি নিবন্ধীকৃত হয়। জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৪-এ নিবন্ধনকৃত শিল্পের সংখ্যা ১,৮৭৫টি। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৪,৬৯০টি ক্ষুদ্র ও ১,৮৪৯ টি কুটির শিল্প বিসিক এ নিবন্ধন করা হয়েছে। তাছাড়া ২০০৩-০৪ অর্থবছরে পূর্বের ১,১০০টিসহ নতুন ১,২৬১টি ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। একই বছরে পূর্বের ১৩,৪৯১ টি কুটির শিল্পসহ নতুন ১৭,২৫২ টি কুটির শিল্প ইউনিটকে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিসিক-এর অধীন নিবন্ধীকৃত শিল্প ইউনিট-এর আওতায় ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে যেখানে ৫৪,১৯০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছিল সেখানে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ১,০৮,১৩৩ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষুদ্র শিল্পে ১৫,৪৫৫ জন এবং কুটির শিল্পে ১৮,২৯৪ জন হিসেবে মোট ৩৩,৭৪৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি) এর অধীনস্থ কারখানাসমূহে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১৯.৭৫ লক্ষ মেঃটন ইউরিয়া, ১.৯০ লক্ষ মেঃ টন টিএসপি,২৭,৫০০ মেঃ টন কাগজ ও ১.৭৫ লক্ষ মেঃ টন সিমেন্ট উৎপাদন হয়েছে। বিসিআইসি'র রাজস্ব আয় ১৯৯৭-৯৮ এর তুলনায় শতকরা ১৩ ভাগ এবং বিক্রয় ব্যয় ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিচালন লোকসান ৭.৪৪ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১৫৩.১৪ কোটি টাকা এবং নীট লোকসান ৬৮.৯০ কোটি টাকা থেকে ১৫৪.২৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি) এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে বর্তমানে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে ১০টি মিলের ১৩টি ইউনিটে উৎপাদন হচ্ছে। এ মিলসমূহের সূতা উৎপাদন ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের ৮১.০১ লক্ষ কেজি থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে ৬৮.৩১ লক্ষ কেজিতে দাঁড়ায়, এ সময়ে রাজস্ব আয় ৫১.৯৯ কোটি টাকা থেকে ৪০.১৩ কোটি টাকা এবং বিক্রয় ব্যয় ১২২.৫৬ কোটি টাকা থেকে ৫৫.৭৮ কোটি টাকায় হ্রাস পায়। ফলে পরিচালন লোকসান ৭০.৬৬ কোটি টাকা থেকে ১৫.৬৫ কোটি টাকা এবং নীট লোকসান ৯২.৭০ কোটি টাকা থেকে ২৩.৭৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায় । বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনে (বিএসএফআইসি) ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১,০৬,৫৯১ মেঃ টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ সংস্থার পরিচালন লোকসান ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ৪৭.৪৫ কোটি টাকা ছিল। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এ লোকসান ২৯.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি) পাট পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৩১.০৯ কোটি টাকা ভর্তুকি পেয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে পাট পন্য রপ্তানির ক্ষেত্রে এফ ও বি মূল্যের ৭.৫ শতাংশ হারে মার্চ, ০৫ পর্যন্ত ২৩.০৩ কোটি টাকা ভর্তুকি পেয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরের পরিচালন লোকসান ১৭৬.৫৪ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১২৪.০৬ কোটি টাকা এবং ঐ সময়ে নীট লোকসান ২৭৫.৯০ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৭৭.৫২ কোটি টাকা দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প ইউনিট চালু রয়েছে। এ কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে সংস্থার নীট মুনাফা ছিল ১৪.১৯ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরে (২০০৪-০৫) এর নীট মুনাফা ৯.৭২ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানধীন শিল্প খাতভুক্ত সংস্থাসমূহের সংস্কার কর্মসূচি

রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতের ব্যবস্থাপনায় মানোন্নয়নে বর্তমানে যে সব সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিম্নরূপঃ

- আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের মিলসমূহ ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণ;
- বেসরকারিকরণ অথবা বন্ধকৃত মিলসমূহের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি দায় দেনা নিষ্পত্তিকরণ;
- চালু রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের অতিরিক্ত জনবল হ্রাসসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসকরণ পূর্বক লোকসান কমানো;
- রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা সময়মত সম্পাদনের ব্যবস্থা করা,
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা আরোপের লক্ষ্যে পুরস্কার /শাস্তি স্কীম সম্প্রসারণ করা; এবং
- রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানাধীন শিল্প সংস্থার উৎপাদিত দ্রব্য/সেবার মূল্য বাজার চাহিদা ও উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে নির্ধারণ করা ইত্যাদি।

শিল্প বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প ঋণ

কৃষি-নির্ভর উন্নয়শীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনে দ্রুত শিল্পায়ন অত্যন্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিগত বছরগুলোতে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শিল্প ঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত ছিল। এরই ফলশ্রুতিতে দেশে সরকারিভাবে শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর থেকে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে এ খাতে ঋণ (চলতি মূলধন ও মেয়াদি ঋণ) বিতরণের পরিমাণ ছিল ৪৯২৮.৯৫ কোটি টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২৫৩৭৯.০৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরপক্ষে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে এ খাতে ঋণ আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩,৭৪৪.৯৭ কোটি টাকা যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ২০,৩৯৮.৪৪ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪,২৫৮.২৪ কোটি এবং ২০,০৯০.১৭ কোটি টাকা। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মার্চ' ০৫ পর্যন্ত বছরওয়ারি শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ৮.৪-এ দেখানো হ'ল।

সারণি ৮.৪ঃ শিল্প ঋণের বছর ভিত্তিক বিতরণ ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
১৯৯৪-৯৫	৩৬৪৭.৭৫	১২৮১.২০	৪৯২৮.৯৫	৩২৬৩.৮৬	৪৮১.১১	৩৭৪৪.৯৭
১৯৯৫-৯৬	৩৬৭৫.৬৯	১২৩০.৪৪	৪৯০৬.১৩	৩৪০২.৮৮	৫১৯.৬৯	৩৯২২.৫৭
১৯৯৬-৯৭	৬১৭৯.৭৫	১২০০.০০	৮১৭৯.৭৫	৫৬৯২.৭০	৮৮৭.১৯	৬৫৭৯.৮৯
১৯৯৭-৯৮	৬৫৯৯.০৩	১১২০.৩৪	৭৭১১.৩৭	৫৪০৯.৭২	৮৫৯.৪৩	৬২৬৯.১৫
১৯৯৮-৯৯	৭৯০৫.৪৯	১৩৩০.১০	৯২৩৫.৫৯	৫২৮১.৬৫	১০৯৩.৩৯	৬৩৭৪.৯৬
১৯৯৯-০০	১০৬৮১.৭৪	১৬২৭.২৬	১২৩০৯.০০	৭২০০.১৩	১৬৫৩.৩৪	৮৮৫৩.৪৭
২০০০-০১	১৩৩৮২.১৯	৩০৫৭.০৭	১৬৪৩৯.৪৬	৯৭৭৭.৪৭	২৭৯৫.১০	১২৫৭২.৫৭
২০০১-০২	১৩৭৬৫.১২	৩৫০৫.১৫	১৭২৭০.২৭	৯৬৩৮.৩৪	৩২১২.৯৭	১২৮৫১.৩১
২০০২-০৩	১৫৬৭১.৪৬	৩৯৬১.৯৯	১৯৬৩৩.৪৫	১২২৮৩.২১	৩৮৩৫.১২	১৬১১৮.৩৩
২০০৩-০৪	১৮,৭০৩.১০	৬,৬৭৫.৯৯	২৫,৩৭৯.০৯	১৫,৪৩৫.০০	৪,৯৬৩.৪৪	২০,৩৯৮.৪৪
২০০৪-০৫ (মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত)	১৭,৩৬৬.৯৪	৬,৮৯১.৩০	২৪,২৫৮.২৪	১৩,৫৭৬.৭৬	৬৫১৩.৪১	২০,০৯০.১৭

উঃস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত।

সারণি ৮.৪ -এ দেখা যাচ্ছে ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছর থেকে ২০০৩-০৪ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে শতকরা ৪১৪.৯০ ভাগ এবং শতকরা ৪৪৪.৬৯ ভাগ। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮১৯.৩০ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের অনুরূপ সময়ে বিতরণকৃত ৪,৮৩৫.৩০ কোটি টাকার তুলনায় শতকরা ৪২.৫২ ভাগ বেশি। একই সময়ে মেয়াদি ঋণ আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৮৪.৫০ ভাগ। মেয়াদি শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায়ের এ উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে অভূতপূর্ব গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

প্রকৃত বৈদেশিক বিনিয়োগ

বিগত প্রায় চার বছর ধরে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কর্তৃক গৃহীত বিনিয়োগমুখী অর্থনৈতিক নীতি ও কৌশলের ফলে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বিশেষতঃ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের (Foreign Direct Investment) গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশ ক্রমশঃ আকর্ষণীয়, প্রতিযোগিতামূলক ও ব্যয় সাশ্রয়ী অবস্থানে উন্নীত হচ্ছে। বিগত মার্চ ২০০৫-এ Japan External Trade Organization (JETRO) কর্তৃক প্রকাশিত The 15th Survey of Investment-Related Cost Composition in Major Cities and Regions in Asia শীর্ষক জরিপের ফলাফলে বলা হয়েছে, ”The investment cost in Bangladesh has become cheaper compared to the last year and Bangladesh succeeded to develop herself as more competitive than other countries which are potential from the investment point of view to foreign investors” সরকারের বাস্তবমুখী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থ বছরে বিনিয়োগ বোর্ডে বেসরকারী বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধনের হার ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুরূপভাবে, ২০০৪ পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃত পরিমাণ ৬৫২.৫ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৩ সালের তুলনায় ৪৭.৮ শতাংশ বেশী। ২০০১-০২ হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে মুলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির পরিমান ১৯৯.৮০ বিলিয়ন টাকা, যা তৎপুর্ববর্তী পাঁচ বছরের মোট আমদানির চেয়ে ১১৯ শতাংশ বেশী। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারী) মুলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রবৃদ্ধির হার ৬২ শতাংশ এ বছর ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে ৮.৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমানের বিনিয়োগ প্রস্তাবনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধির ফলে দেশব্যাপী প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে অর্জিত বেসরকারী বিনিয়োগ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সাফল্যের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো ঃ

- প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান
- বেসরকারী বিনিয়োগ নিবন্ধন
- মুলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি
- ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ ও
- বিদেশী উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ।

প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

প্রকৃত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ৪র্থ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ অন্তঃপ্রবাহ সমীক্ষা (The 4th FDI Inflow Survey) সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। প্রাথমিক হিসাব মতে ২০০৪ পঞ্জিকা বর্ষে বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ হলো ৬৫২.৫০ মিলিয়ন ডলার, যা ২০০৩ সালের তুলনায় ৪৭.৮ শতাংশ বেশী। নিচের লেখচিত্র ৮.১-এ ২০০২ সাল হতে বাংলাদেশে প্রকৃত FDI Inflow-র তুলনামুলক বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

লেখচিত্র ৮.১ঃ বাংলাদেশে প্রকৃত প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহের ধারা ২০০২-২০০৪

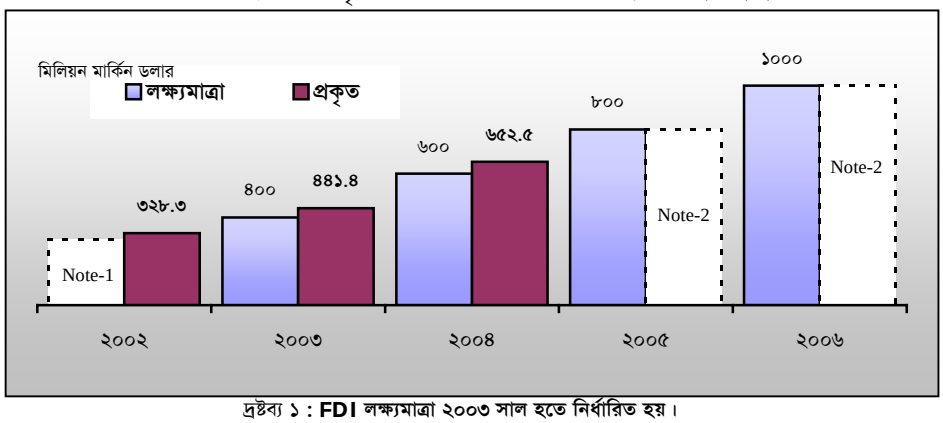

দ্রষ্টব্য ১ : **FDI লক্ষ্যমাত্রা ২০০৩ সাল হতে নির্ধারিত হয়।**
দ্রষ্টব্য ২ : **২০০৫ ও ২০০৬ সালের প্রকৃত FDI Inflow র পরিমান তৎপরবর্তী বছরে পরিচালিতব্য জরিপের পর জানা যাবে।**
সূত্র : **4th FDI Inflow Survey-র সাময়িক হিসাব, বিনিয়োগ বোর্ড, এপ্রিল, ২০০৫**

উল্লেখ্য, বিনিয়োগ বোর্ডই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ফেব্রুয়ারী ২০০৩-এ FDI Inflow Survey পরিচালনা শুরু করে, যা সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, বিনিয়োগকারী, গবেষক ও সাধারণ জনগণ কর্তৃক গৃহীত ও প্রশংসিত হয়। পুর্ববর্তী FDI Inflow Survey-র ফলাফল জাতিসংঘের UNCTAD কর্তৃক প্রকাশিত World Investment Report 2003 -এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রকৃত স্থানীয় বিনিয়োগ

বাংলাদেশের সামগ্রিক বেসরকারী বিনিয়োগের বেশীর ভাগই (৮০%-৮৫%) আসে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলো হতে। বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপের (Sample Survey) মাধ্যমে জানা যায়, স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

বেসরকারি বিনিয়োগ নিবন্ধন

নিবন্ধন হলো বিনিয়োগের প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি, যা বাস্তবায়ন করা হয় সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনার পর। সারণি-৮.৫ এ ১৯৯১-৯২ অর্থবছর হতে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমুহের বছরওয়ারী তথ্য দেয়া হলো। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরের বেসরকারি প্রকল্প প্রস্তাবনা নিবন্ধনের পরিমান ছিল প্রায় ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) দাঁড়িয়েছে ২,১৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান অর্থবছরে এই নিবন্ধন প্রবৃদ্ধির হার ৪১ শতাংশ, যা দেশের শিল্পায়নে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহব্যঞ্জক কার্যক্রমের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

সারণি ৮.৫ঃ ১৯৯১-৯২ অর্থ বছর হতে ২০০৪-০৫ (জুলাই-মার্চ) পর্যন্ত সময়কালে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্তাবনা

অর্থ বছর	স্থানীয় বিনিয়োগ	বিদেশী বিনিয়োগ	মোট	প্রবৃদ্ধি
	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	%
১৯৯১- ৯২	৯১	২৫	১১৬	-
১৯৯২- ৯৩	৯০	৫৩	১৪৩	২৩
১৯৯৩-৯৪	৪৫৭	৮০৪	১,২৬১	৭৮২
১৯৯৪-৯৫	৮৪৬	৭৩০	১,৫৭৬	২৫
১৯৯৫-৯৬	১,১৭১	১,৫১৬	২,৬৮৭	৭০
১৯৯৬- ৯৭	১,১০৮	১,০৫৪	২,১৬২	-২০
১৯৯৭- ৯৮	১,১৩৭	৩,৪৪০	৪,৫৭৭	১১২
১৯৯৮-৯৯	১,১৮৩	১,৯২৬	৩,১০৯	-৩২
১৯৯৯-২০০০	১,৩২৪	২,১১৯	৩,৪৪৩	১১
২০০০-০১	১,৪২০	১,২৭১	২,৬৯১	-২২
২০০১-০২	১,৫৩১	৩০২	১,৮৩৩	-৩২
২০০২-০৩	২,০২৭	৩৬৮	২,৩৯৫	৩১
২০০৩-২০০৪*	২,৩১৩	৪৫৮	২,৭৭১	১৬
২০০৪-২০০৫ (জুলাই - মার্চ)	১,৫৯৮	৫৭৬	২,১৭৪	৪১

*সাময়িক তথ্য। সূত্র : আইআইএমসি, বিনিয়োগ বোর্ড, এপ্রিল ২০০৫।

স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধন পরিসংখ্যান

২০০৪-০৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধন ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে নিবন্ধিত মোট ১,০৬৯টি স্থানীয় প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমান প্রায় ১,৫৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ এই বিনিয়োগ এসেছে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে যেমনঃ বস্ত্র, কৃষিভিত্তিক, খাদ্য ও খাদ্যজাত, কাঁচ ও সিরামিক, রসায়ন এবং প্রকৌশল। নিচের লেখচিত্র ৮.২ -এ নিবন্ধিত স্থানীয় প্রকল্পগুলোর খাতভিত্তিক বিবরণ তুলে ধরা হলো ঃ

লেখচিত্র ৮.২ঃ ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে জুলাই-মার্চ সময়কালে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত বেসরকারি স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ

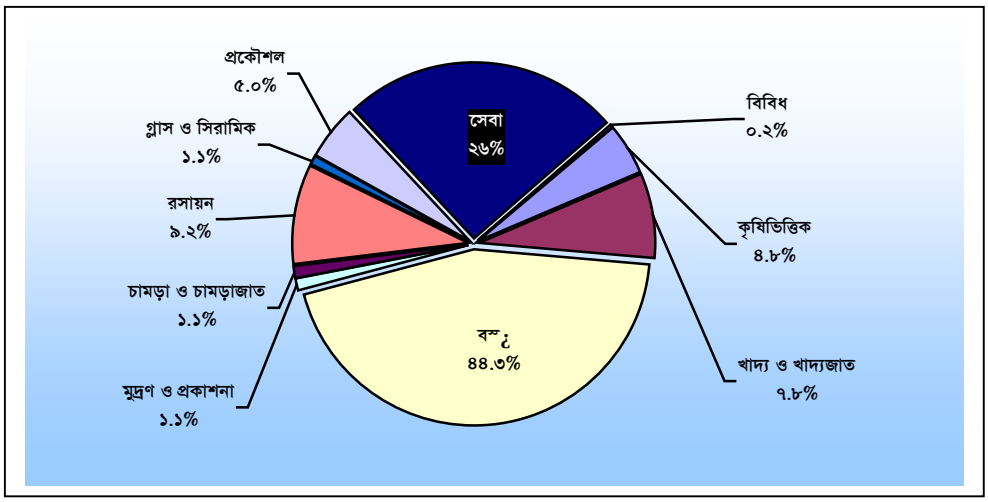

* সাময়িক হিসাব। সূত্র: আইআইএমসি, বিনিয়োগ বোর্ড, এপ্রিল ২০০৫

বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধন পরিসংখ্যান

বর্তমান অর্থবছরের প্রথম নয় (জুলাই-মার্চ) মাসে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রকল্প (সম্পূর্ণ বিদেশী ও যৌথ মালিকানা) নিবন্ধন ১৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ৭৮টি নিবন্ধিত বিদেশী/যৌথ প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমান প্রায় ৫৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিবন্ধিত বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, বস্ত্র, কৃষিভিত্তিক, রসায়ন এবং প্রকৌশল। এ ক্ষেত্রে প্রধানতম খাত হলো সেবা (৭৭%), যাতে টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানী ও গ্যাস এবং বিনোদন ইত্যাদি উপ-খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। লেখচিত্র-৮.৩ এ নিবন্ধিত বৈদেশিক/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিবরণ উপস্থাপিত হলো ঃ

লেখচিত্র ৮.৩ঃ ২০০৪-০৫ (জুলাই-মার্চ) সময়কালে
বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত বৈদেশিক/যৌথ প্রকল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

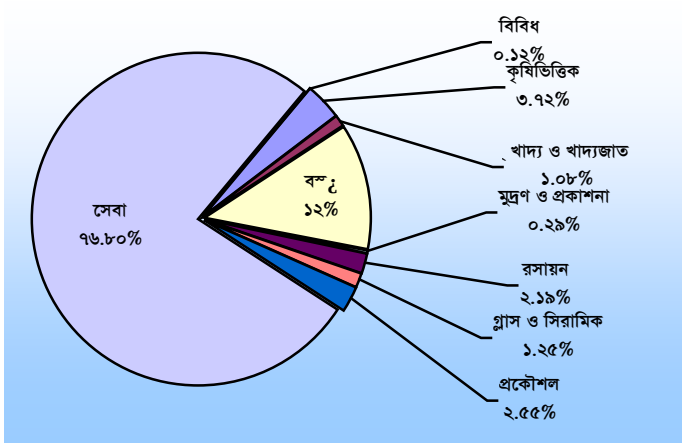

* সাময়িক হিসাব। সূত্রঃ বিনিয়োগ বোর্ড, এপ্রিল ২০০৫

২০০৪-০৫ অর্থবছরে (জুলাই-মার্চ) নিবন্ধিত বৈদেশিক/যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর উৎস বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ২৪টি দেশ (সারণি-৮.৬ ও ৮.৭)। তন্মধ্যে উন্নত দেশগুলো হতে প্রাপ্ত বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমান ২২.২৭ শতাংশ। অঞ্চল হিসেবে দক্ষিণ, পূর্ব এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়া হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবনার পরিমান সর্বাধিক (৭৭%)। দেশভিত্তিক বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, সর্বাধিক পরিমাণ বিনিয়োগ প্রস্তাবনা এসেছে মালয়েশিয়া থেকে। তারপরই রয়েছে কানাডা, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য ও চীনের অবস্থান।

সারণি ৮.৬ ঃ ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে জুলাই মার্চ সময়ে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর অঞ্চলভিত্তিক বিবরণ

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার উৎস (অঞ্চলভিত্তিক)	বিনিয়োগ নিবন্ধন		হার
	প্রকল্প সংখ্যা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	%
উন্নত দেশসমুহ	২৫	১২৮.৩২৭	২২.২৭%
পশ্চিম ইউরোপ	১২	৩৫.৭৩৩	৬.২০%
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	১০	৩৪.৯৯৪	৬.০৭%
পশ্চিম ইউরোপীয় অন্যান্য দেশসমুহ	২	০.৭৩৯	০.১৩%
উত্তর আমেরিকা	৭	৮৮.৮২৩	১৫.৪১%
অন্যান্য উন্নত দেশসমুহ	৬	৩.৭৭১	০.৬৫%
উন্নয়নশীল দেশসমুহ	৫৩	৪৪৭.৯২৭	৭৭.৭৩%
আফ্রিকা	-	-	-
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল	১	১.৩২৭	০.২৩%

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার উৎস (অঞ্চলভিত্তিক)	বিনিয়োগ নিবন্ধন		হার
	প্রকল্প সংখ্যা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	%
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	৫২	৪৪৬.৬০০	৭৭.৫০%
এশিয়া	৫২	৪৪৬.৬০০	৭৭.৫০%
পশ্চিম এশিয়া	২	২.৪৪৩	০.৪২%
মধ্য এশিয়া	-	-	-
দক্ষিণ, পুর্ব ও দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়া	৫০	৪৪৪.১৫৭	৭৭.০৮%
প্রশান্ত মহা-সাগরীয় অঞ্চল	-	-	-
মধ্য ও পুর্ব ইউরোপ	-	-	-
সর্বমোট	**৭৮**	**৫৭৬.২৫৪**	**১০০%**

* সাময়িক হিসাব সুত্র ঃ বিনিয়োগ বোর্ড এপ্রিল, ২০০৫

সারণি ৮.৭ ঃ ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে জুলাই মার্চ সময়ে বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর অঞ্চল ও দেশভিত্তিক বিবরণ

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার উৎস অঞ্চল ও দেশসমুহ	বিনিয়োগ নিবন্ধন		হার
	প্রকল্প সংখা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	
উন্নত দেশসমুহ	**২৫**	**১২৮.৩২৭**	**২২.২৭%**
পশ্চিম ইউরোপ	**১২**	**৩৫.৭৩৩**	**৬.২০%**
ইউরোপীয় ইউনিয়ন	***১০***	***৩৪.৯৯৪***	***৬.০৭%***
ফ্রান্স	১	০.৪৩১	০.০৭%
জার্মানী	২	৫.২২৩	০.৯১%
ইতালী	১	২.৩৯৬	০.৪২%
নেদারল্যান্ড	১	০.৫১৭	০.০৯%
যুক্তরাজ্য	৫	২৬.৪২৭	৪.৫৯%
পশ্চিম ইউরোপীয় অন্যান্য দেশসমুহ	***২***	***০.৭৩৯***	***০.১৩%***
সুইজারল্যান্ড	২	০.৭৩৯	০.১৩%
উত্তর আমেরিকা	**৭**	**৮৮.৮২৩**	**১৫.৪১%**
কানাডা	৩	৭৯.৪৬৫	১৩.৭৯%
যুক্তরাষ্ট্র	৪	৯.৩৫৮	১.৬২%
অন্যান্য উন্নত দেশসমুহ	**৬**	**৩.৭৭১**	**০.৬৫%**
জাপান	৬	৩.৭৭১	০.৬৫%
উন্নয়নশীল দেশসমুহ	**৫৩**	**৪৪৭.৯২৭**	**৭৭.৭৩%**
আফ্রিকা	-	-	-
ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল	**১**	**১.৩২৭**	**০.২৩%**
বারমুদা	১	১.৩২৭	০.২৩%
এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	**৫২**	**৪৪৬.৬০০**	**৭৭.৫০%**
এশিয়া	**৫২**	**৪৪৬.৬০০**	**৭৭.৫০%**
পশ্চিম এশিয়া	***২***	***২.৪৪৩***	***০.৪২%***
সৌদি আরব	১	০.৭০৪	০.১২%
সংযুক্ত আরব আমিরাত	১	১.৭৩৯	০.৩০%
মধ্য এশিয়া	-	-	-
দক্ষিণ, পুর্ব ও দক্ষিণ পুর্ব এশিয়া	***৫০***	***৪৪৪.১৫৭***	***৭৭.০৮%***
চীন	১০	২৩.৬২৬	৪.১০%
হংকং	৩	১.৮৪৫	০.৩২%
ভারত	১১	১২.৮৭৬	২.২৩%

বিদেশী/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার উৎস অঞ্চল ও দেশসমূহ	বিনিয়োগ নিবন্ধন		হার
	প্রকল্প সংখ্যা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	
ইন্দোনেশিয়া	১	০.৩৯	০.০৭%
দক্ষিণ কোরিয়া	৬	৭.৮২০	১.৩৬%
মালয়েশিয়া	১	৩১৩.০৪৩	৫৪.৩২%
পাকিস্তান	৫	২১.৯৯৮	৩.৮২%
ফিলিপাইন	২	২৭.৪০৫	৪.৭৬%
শ্রীলংকা	২	১.৭৬০	০.৩১%
তাইওয়ান	৮	৩৩.১৯১	৫.৭৬%
থাইল্যান্ড	১	০.২০৩	০.০৪%
প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল	-	-	-
মধ্য ও পূর্ব ইউরোপ	-	-	-
সর্বমোট	**৭৮**	**৫৭৬.২৫৪**	**১০০.০০%**

* সাময়িক হিসাব সূত্র ঃ বিনিয়োগ বোর্ড এপ্রিল, ২০০৫

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা থেকে শিল্প বিনিয়োগ পরিস্থিতির গতিধারা সম্পর্কে আঁচ করা যায়। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে ২০০০-০১ অর্থবছর পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির মোট পরিমান ছিল ৯,১১১ কোটি টাকা। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়কালে বিগত তিন বছর আট মাসে (২০০১-০২ হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত) এই আমদানির পরিমান দাঁড়িয়েছে ১৯,৯৮০ কোটি টাকায়, যা পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের সর্বমোট মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির চেয়ে **১১৯ শতাংশ** বেশী (লেখচিত্রঃ ৮.৪)।

লেখচিত্র ৮.৪ঃ মূলধনী ঋণপত্রের ভিত্তিতে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা

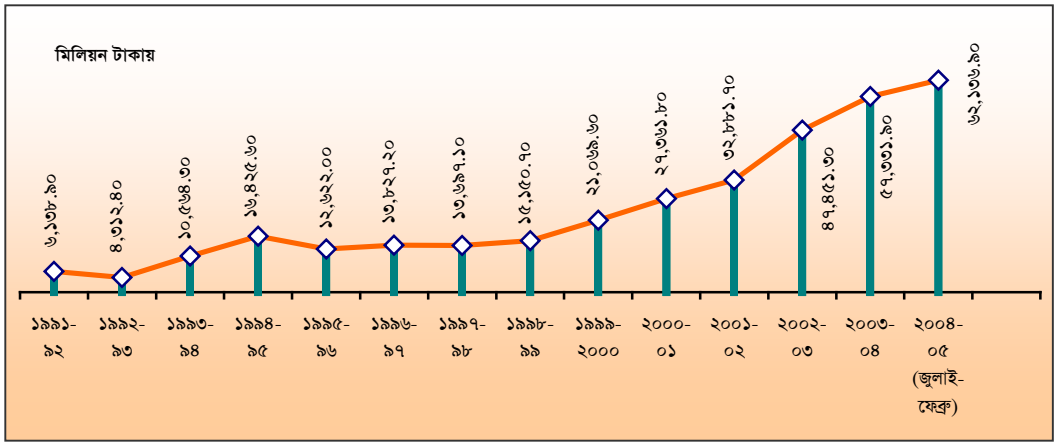

সূত্র ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, মাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন, এপ্রিল, ২০০৫

২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৬২ **শতাংশ** এবং এই আট মাস সময়ের মধ্যে আমদানির পরিমান বিগত অর্থবছরের আমদানিকেও ছাড়িয়ে গেছে।

ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ

ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধির ফলে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়। সাম্প্রতিক সময়ে এ খাতে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধির ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজারী এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের চাহিদা তৈরী হয়েছে। জানুয়ারী ২০০২ হতে এপ্রিল ২০০৫ সময়কালে কেবলমাত্র বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে ১১,৯২,৯৪৬ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হয়েছে। নিচের লেখচিত্র-৮.৫-এ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হলোঃ

লেখচিত্র ৮.৫ ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত প্রকল্পসমুহে কর্মসংস্থানের সুযোগ

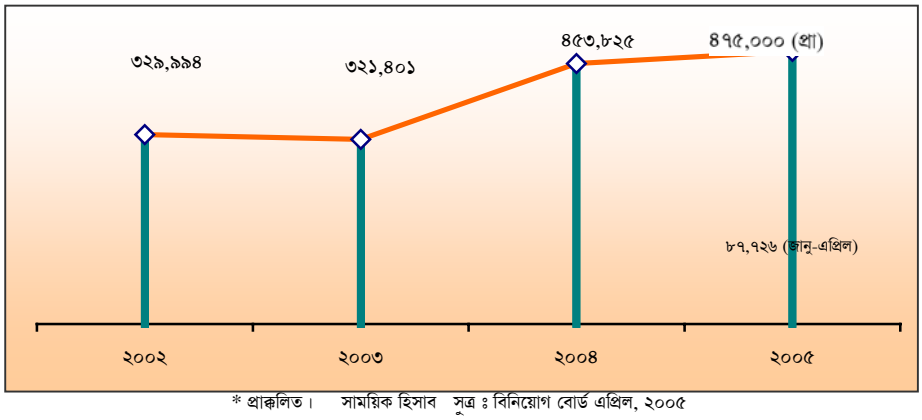

* প্রাক্কলিত। সাময়িক হিসাব সূত্র ঃ বিনিয়োগ বোর্ড এপ্রিল, ২০০৫

বিদেশী উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ

বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে বিদ্যমান বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ ও স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয়ে পেশাদার প্রচারণা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছে ভারতের টাটা গ্রুপ, অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাজ্যের এশিয়া এনার্জি, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ধাবী গ্রুপ, সৌদী আরবের কিংডম ও হাইটেক গ্রুপ, যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল ভলকান এনার্জি, তাইওয়ানের বস্ত্রখাত এবং চীন, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের বিনিয়োগকারীগণ। প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী এদের প্রস্তাবিত কেবল বড় প্রকল্পগুলোতেই বিনিয়োগের পরিমান প্রায় ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগকারীদের সাথে সরকারের আলোচনা সময়মতো সম্সন্ন হলে আগামী তিন থেকে চার বছরের মধ্যে এসব প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

সারণি ৮.৮ ও সারণি ৮.৯ -এ দেশের ছয়টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মংলা, উত্তরা ও ঈশ্বরদী ইপিজেড) চালু শিল্প সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, জনবল ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হয়েছে। এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত এ ছয়টি অঞ্চলে মোট ২১০ টি শিল্প চালু ছিল যার মোট বিনিয়োগ ব্যয় ৭৯৩.৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার । চালু শিল্পের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ তৈরী পোষাক শিল্প ও ১০ ভাগ বস্ত্র শিল্পসমূহে মোট ১,৪৯,১৪৯ জন স্থানীয় জনবল কর্মরত রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ ২৯টি, ঢাকা ইপিজেড-এ ২৬টি, কুমিল্লা ইপিজেড-এ ২১টি, মংলা ইপিজেড-এ ১৮টি, ঈশ্বরদী ইপিজেড-এ ১০টি, উত্তরা ইপিজেড-এ ৫টিসহ মোট ১০৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত শিল্প কারখানাগুলো চালু হলে প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী আরও ৫২,০৩১ জন বাংলাদেশী নাগরিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ইপিজেড-এর শিল্প কারখানা হতে ১,৩৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা মোট রপ্তানির ১৮ শতাংশ। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সারণি ৮.৮ঃ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড)-এর অধীনস্ত চালুকৃত শিল্পসমূহ ও মোট বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান (মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত)

পণ্য দ্রব্য	শিল্পের সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট জনবল
প্রস্তুতকৃত পোষাক	৪২	২০৪.০৪	৭৪,৩৭০
ইলেকট্রনিক্স	১২	৪৫.৩১	২,৭০৩
বস্ত্র	২২	১৯২.১০	১৫,৫৩৭
ধাতব দ্রব্য	১৩	১৬.৬৯	১,১৬৫
চামড়াজাত দ্রব্য ও জুতা	১২	৪৯.৬৭	৫,০৩১
প্লাষ্টিক দ্রব্য	১২	১৮.৯৬	১,০৬৯
অন্যান্য	৯৭	২৬৬.৯৩	৪৯,২৭৪
মোট	২১০	৭৯৩.৭০	১,৪৯,১৪৯

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)।

সারণি ৮.৯ ঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, মংলা, কুমিল্লা, উত্তরা ও ঈশ্বরদী ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ (১৯৯৬-৯৭ হতে এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত)

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		১৯৯৬/৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-০০	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫ (সাময়িক)
ঢাকা	বিনিয়োগের পরিমান	৩১.০১	২৬.২৪	৩৫.৪৫	১৯.৮০	২৪.০৫	৩২.০১	৫৯.১৪	৪৯.৩৬	২৯.৮০
	রপ্তানির পরিমান	১১৯.৪৫	১৮৫.৬৪	২৫৯.৫৮	৩৬৪.৭২	৪৪৭.৫১	৪৬৬.৭৬	৫৫৪.৭৯	৬৬৭.৬০	৬০৮.৩১
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগের পরিমান	২২.৮৯	৪২.৫৯	৩৬.১১	১৪.১৮	২৪.৩০	২২.৩৭	৪২.১৪	৫৫.৪৩	২৭.৩২
	রপ্তানির পরিমান	৩৪৩.৩১	৪৫০.৪১	৪৫২.১২	৫২৬.০১	৬২০.৩৫	৬৮০.৭০	৬৪১.২৮	৬৭৯.০১	৬২৮.৫৯
মংলা	বিনিয়োগের পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪৫	০.৪৩	০.১১	০.৮০	০.৭৮
	রপ্তানির পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৪৮	১.৫৫	৩.০০	৩.২১	৫.৮৪
কুমিল্লা	বিনিয়োগের পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৬৪	১.০৫	৯.০৩	১৩.২৩
	রপ্তানির পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০১২	১.১৫	৪.১০	৮.২৬
উত্তরা	বিনিয়োগের পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.১৬	০.২০	০.৪২	০.৬৫
	রপ্তানির পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	-
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগের পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০১	০.৫০	-	০.০৪
	রপ্তানির পরিমান	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-	০.১১

মোট বিনিয়োগের পরিমাণ	৫৩.৯০	৬৮.৮৩	৭১.৫৬	৩৩.৯৮	৪৮.৪১	৫৫.৭১	১০৩.১৪	১১৫.০৫	৭১.৮২
মোট রপ্তানীর পরিমাণ	৪৬২.৭৬	৬৩৬.০৫	৭১১.৭০	৮৯০.৭৩	১০৬৭.৯১	১১৪৯.০২	১২০০.২২	১৩৫৩.৯১	১২৫১.১২

উৎসঃ বেপজা (BEPZA) এপ্রিল ২০০৫।